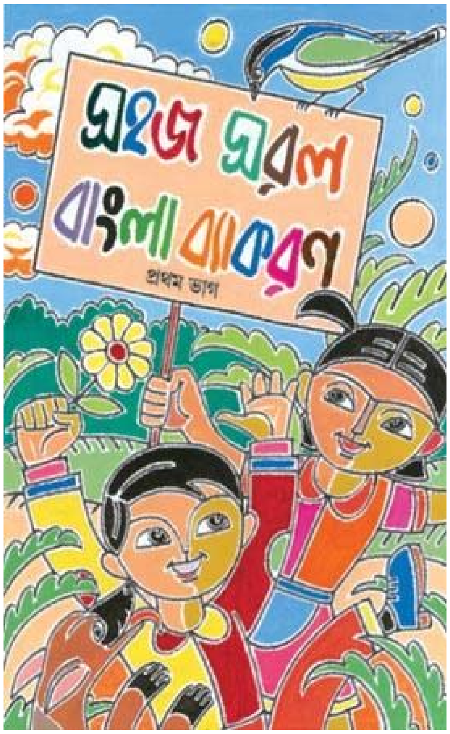

প্রমিত বাংলা বানান রীতি (১): ণত্ব বিধান!

মূল নিয়ম

ণত্ব বিধান বা মূর্ধন্য-ণ এর নিয়ম কেবলমাত্র **তৎসম** শব্দের (যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে অবিকৃত অবস্থায় এসেছে) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অ-তৎসম তথা অর্ধ- তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের ক্ষেত্রে সর্বদাই দন্ত-ন ব্যবহৃত হবে।

---

১. তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ণ-এর নিয়ম

১.১ যুক্তব্যঞ্জনে ট-বর্গের বর্ণগুলির (ট ঠ ড ঢ ণ) পূর্বে মূর্ধন্য-ণ

ণ্ট (ণ+ট) ঘণ্টা, নিষ্কণ্টক, বণ্টন
ণ্ঠ (ণ+ঠ) অবগুণ্ঠন, উৎকণ্ঠা, লুণ্ঠন
ণ্ড (ণ+ড) কলকুণ্ডলি, ঠাণ্ডা, লণ্ডভণ্ড
ণ্ঢ (ণ+ঢ) ঢুণ্ঢি, ঢেণ্ঢন (তেমন প্রচলিত নয় এই শব্দগুলি)
ণ্ণ (ণ্ণ) অক্ষুণ্ণ, ক্ষুণ্ণ, বিষণ্ণ

দ্রষ্টব্য

(১) ক্ষুন্নিবৃত্তি (ক্ষুৎ+নিবৃত্তি) এবং ক্ষুণ্ণি শব্দের উৎস এক নয়। প্রথমটি সাধিত (উপসর্গ, সন্ধি বা সমাসযোগে গঠিত) শব্দ, যেখানে ৎ+ন=ন্ন, ন এর দ্বিত্ব হয়েছে।

(২) ওয়ারেন্ট, কমান্ডার, পান্ডা যেহেতু বিদেশি শব্দ, এদের বানানে মূর্ধন্য-ণ হবে না।

১.২ ঋ, র, ষ এর পর মূর্ধন্য-ণ

ঋ বা ঋ-কারের পর

ঋণ, ঘৃণা, মৃণাল

র, র-ফলা, রেফ এর পর

অরণ্য, আহরণ, উদাহরণ
ভ্রূণ, মিশ্রণ, স্ত্রৈণ
অর্ণব, পূর্ণিমা, বিশীর্ণ

দ্রষ্টব্য

এই নিয়মানুসারে রেফ এর পর মূর্ধন্য-ণ হয় বলে তৎসম শব্দে *রেফ-যুক্ত দন্ত-ন* সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু সাধিত শব্দে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়:

অহর্নিশ (অহ+নিশ), দুর্নীতি (দুর্‌+নীতি), দুর্নাম (দুর্‌+নাম)।

ষ এর পর

অন্বেষণ, নিষ্পেষণ, ভাষণ

দ্রষ্টব্য

ষ এর সাথে ণ যুক্ত হলে, যুক্তবর্ণের চেহারা হবে ষ্ণ: কবোষ্ণ, বৈষ্ণব, উষ্ণীষ।

ক্ষ=ক+ষ, সুতরাং ক্ষ এবং ষ এর নিয়ম একই:

ঈক্ষণ, তীক্ষ্ণ, সমীক্ষণ।

১.৩ একই শব্দে ঋ/র, র-ফলা, রেফ/ষ, ক্ষ/

এদের যে-কোনোটির পরে যদি স্বরবর্ণ, ক-বর্গের বর্ণ (ক খ গ ঘ ঙ), প-বর্গের বর্ণ (প ফ ব ভ ম), য য় হ ং এই সব বর্ণের এক বা একাধিক থাকে, তবে তার পরে মূর্ধন্য-ণ হবে। এই নিয়মটি আসলে ১.২ এর বিস্তৃত নিয়ম।

রোপণ (র+ও+প+ন্‌), শ্রাবণ (শ+র+আ+ব+ন্‌)

দ্রষ্টব্য

ঋ/র, র-ফলা, রেফ/ষ, ক্ষ/ এর পরে <u>অন্য বর্গের বর্ণ</u> থাকলে মূর্ধন্য-ণ হবে না:

দর্শন, প্রার্থনা।

সন্ধিজাত বা সাধিত শব্দের ক্ষেত্রেও ১.৩ প্রযোজ্য নয় [১.১ দ্রষ্টব্যের মতো] :

নিষ্পন্ন (নি:+পন্ন)।

শব্দের শেষ বর্ণটিতে হসন্ত-উচ্চারণ থাকলেও এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়:

শ্রীমান্‌।

১.৪ সাধিত শব্দে মূর্ধন্য-ণ

সাধিত শব্দে ঋ, র ষ ক্ষ এর পর সাধারণত মূর্ধন্য-ণ হয় না। তবে বিশেষ নিয়মে মূর্ধন্য-ণ হতে পারে।

১.৪.১ পরি-, প্র-, নির- এই ৩টি উপসর্গের পর ণ হয়:

পরিণয়, প্রণাম, নির্ণয়। [এটি আসলে ১.২ এবং ১.৩ কে অনুসরণ করছে]।

ব্যতিক্রম: পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ।

১.৪.২ র বা র-ফলা'র পরপদে -অয়ন থাকলে এর ন মূর্ধন্য-ণ হবে: উত্তরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, রবীন্দ্রায়ণ। [এটি ১.৩ কে অনুসরণ করছে: র+স্বরবর্ণ আ+য়]।

১.৪.৩ সাধিত কিছু শব্দে *র* এর প্রভাবে ন মূর্ধন্য-ণ'তে পরিণত হয়: অগ্রণী, গ্রামীণ।

ব্যতিক্রম: অগ্রনেতা।

১.৪.৪ সাধিত শব্দ কোনো কিছুর নাম বুঝাতে এক শব্দ বিবেচিত হলে ণ-ত্ব বিধান প্রযোজ্য:
শূর্পণখা (শূর্প+নখা), অগ্রহায়ণ।

দ্রষ্টব্য

গণ ধাতু সহযোগে গঠিত শব্দ সমূহে ণ হবে: গণিত, গণনা, গণ্য; গণৎকার; গণশক্তি, জনগণ, গণসংগীত।

১.৫ নিত্য মূর্ধণ্য-ণ

অণু, কণা, কোণ,ফণা, বেণী, শাণ, কঙ্কণ, বাণ, ভণিতা, শোণিত, ঘুণ, বীণাপাণি, লাবণ্য, বিপণি, মাণিক্য, চাণক্য, গণেশ প্রভৃতি।

--- মাভেরিক

http://prothom-aloblog.com/users/base/serendipity/88

প্রমিত বাংলা বানান রীতি (২): ষত্ব বিধান!

মূল নিয়ম

ষত্ব বিধান বা মূর্ধন্য-ষ এর নিয়ম কেবলমাত্র **তসম** শব্দের (যে সকল শব্দ সংস্কৃত থেকে অবিকৃত অবস্থায় এসেছে) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অ-তৎসম তথা অর্ধ- **তৎসম**, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য নয়।

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহার করা অনুচিত।

২: তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ষ-এর নিয়ম

২.১ ঋ বা ঋ-কার এর পর ষ (ণত্ব বিধানের মতো)

ঋষি, কৃষক, কৃষ্ণ, তৃষা, তৃষ্ণা, বৃষোৎসব

ব্যতিক্রম কৃশ্ ধাতুর বানানে শ বর্ণটি ধাতুটি থেকে উদ্ভূত শব্দেও অপরিবর্তিত থাকবে: কৃশকায়, কৃশাঙ্গী, কৃশোদর

২.২ রেফ-এর পরে ষ (ণত্ব বিধানের মতো)

অকর্ষিত, অনুচিকির্ষা, অমর্ষণ (ক্ষমাহীনতা), অয়স্কর্ষণী (চৌম্বকীয়), অভিকর্ষ, আকর্ষণ, ঈর্ষা, উপচিকির্ষা, বর্ষণ, বর্ষীয়াণ, মুমূর্ষু, সপ্তর্ষি, সহর্ষ

ব্যতিক্রম অর্শ, আদর্শ, দর্শন, পরামর্শ, পার্শ্ব, স্পর্শ, পারদর্শী প্রভৃতি।

২.৩ যুক্তব্যঞ্জনে ট, ঠ এর পূর্ববর্তী শীষ ধ্বনি হিসেবে ষ (আংশিক ণত্ব বিধানের মতো)

ষ্ট (ষ+ট) অনিষ্ট, অন্বিষ্ট, আড়ষ্ট, আষ্টেপৃষ্ঠে, আবিষ্ট, হৃষ্টপুষ্ট

ষ্ঠ (ষ+ঠ) ওষ্ঠ, বয়োজ্যেষ্ঠ, গরিষ্ঠ, সুষ্ঠু

তৎসম শব্দের বানানে এই নিয়মটির কোনো ব্যতিক্রম নেই, তাই প্রচুর শব্দ এই নিয়মের ভেতর এসে যায়।

দ্রষ্টব্য বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য-ষ হবে না, এমনকি st যুগ্মবর্ণের ক্ষেত্রেও। st=স্ট হবে: রোলারকোস্টার, পোস্ট।

২.৪ ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পর কিছু ধাতুর (শব্দের মূল অংশ) দন্ত-স স্থানে ষ

ই-কারান্ত উপসর্গ (অভি-, নি-, পরি-, প্রতি-, বি-); উ-কারান্ত উপসর্গ (অনু-, সু-) এদের পর কতিপয় ধাতুর (সন্জ, সদ্, সিচ্, সিধ্, সেন্, সেব্, স্থা, স্বপ্) দন্ত-স মূর্ধন্য-ষ তে পরিণত হবে।

ইঃ/উঃ + ক/খ/প/ফ = ইষ্/উষ্ + ক/খ/প/ফ

অভি-: সঙ্গ->অভিষঙ্গ; সিক্ত->অভিষিক্ত

নি-: সিক্ত->নিষিক্ত; সুপ্ত->নিষুপ্ত

পরি-: সদ->পরিষদ (সভাসদ'র সাথে তুলনা করুন); সেবা->পরিষেবা

প্রতি-: সিদ্ধ->প্রতিসিদ্ধ, প্রতিষেধক

বি-: সম->বিষম, সহ->দুর্বিষহ

অনু-: সঙ্গ->অনুষঙ্গ, অনুষঙ্গী

সু-: সুপ্তি->সুষুপ্তি, সম->সুষম

দ্রষ্টব্য অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রে (যেমন সম->অবিসংবাদিত, প্রতিসংহার, অভিসন্ধি, অভিসন্তাপ) দন্ত-স পরিবর্তিত হবে না।

২.৫ সন্ধিতে বিসর্গ-স্থানে মূর্ধন্য-ষ (এটি অনেকটা ২.৪ এর মতো)

সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার (যেমন আবিঃ, বহিঃ, নিঃ) বা উ-কার (যেমন দুঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ) এর পর ক/খ/প/ফ এর যেকোনটি থাকলে বিসর্গ-স্থানে ষ হয়:

সন্ধির ক্ষেত্রে **ইঃ/উঃ + ক/খ/প/ফ = ইষ্/উষ্ + ক/খ/প/ফ**
আবিষ্কার (আবিঃ+কার), বহিষ্কার (বহিঃ+কার), নিষ্কাম (নিঃ+কাম)
দুষ্কর (দুঃ+কর), চতুষ্পদ (চতুঃ+পদ), ভ্রাতুষ্পুত্র (ভ্রাতুঃ+পুত্র)

২.৬ -সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত-স কখনো পরিবর্তিত হয়ে ষ হবে না;
স্পৃহ, স্পন্দ, স্ফুর্, স্ফুট্ ধাতুর স'ও অপরিবর্তনীয়
ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, আত্মসাৎ
নিস্পৃহ, নিস্পন্দ, বিস্ফোরণ, পরিস্ফুট

২.৭ খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না

২.৮ নিত্য মূর্ধন্য-ষ
আষাঢ়, ঈষৎ, উষ্ণ, ঊষা, ঔষধ, কোষ, তুষার কন্যা/আহাসান, পুরুষ, পুষ্প, প্রত্যূষ, পাষাণ, ভূষণ, ভীষণ, ভীষ্ম, মহিষ, বিশেষ্য, বিশেষণ, বৃষ, মুষিক, মেষ, শোষণ, ষোড়শ, ষণ্ড।

একটি বেশ কার্যকর সাধারণ নিয়ম:
সচরাচর বানানে স না ষ হবে, এই সমস্যাটিই বড়; শ-এর সমস্যা তত নয়। স/ষ নির্ধারণ করার জন্য বর্ণটির আগের স্বরধ্বনি লক্ষ্য করা যেতে পারে: স্বরধ্বনি অ/আ হলে স, এছাড়া ই/ঈ, উ/ঊ, প্রভৃতি হলে ষ, ২.৬ এর ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া। যেমন

পুরস্কার-- পরিষ্কার
কল্যাণীয়াসু-- কল্যাণীয়েষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু
জিগীষা, জিজীবিষা, মুমূর্ষু, শুশ্রূষা

--- মাভেরিক

http://prothom-aloblog.com/users/base/serendipity/89

http://www.somewhereinblog.net/blog/Maveriick/28900673

প্রমিত বাংলা বানান রীতি (৩): ত্ত ত্ত্ব ত্ব ত্ম ত্য!

ত এর সাথে সংযুক্ত ব্যঞ্জনের নিয়ম

ত্ত=ত+ত
ত্ত্ব=ত+ত্ব (ত+ব)
ত্ব=ত+ব
ত্ম=ত+ম
ত্য=ত+য

এই পাঁচটি যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ প্রায় এক, শুধু প্রমিত উচ্চারণে /ত্ম-/ কিছু সানুনাসিক। তবে উচ্চারণ এক হলেও, বানান ভিন্নতার কারণে এদের থেকে উদ্ভূত সমোচ্চারিত শব্দসমূহের অর্থ বেশ ভিন্ন হয়ে থাকে।

৩.১ ত্ত এর নিয়ম

কোন মূল শব্দ বা ধাতুর শেষে /ত্, ৎ, দ্/-এর যেকোনটি থাকলে এবং তারপর /-ত/ প্রত্যয় যোগ হলে সংযোগস্থানে /-ত্ত/ হয়:

/ত্, ৎ, দ্/ + /-ত/ = ত্ত

আত্ত (আত্+ত)
উদাত্ত (উদ্+আত্+ত)
উদ্বৃত্ত (উদ্+বৃত্+ত)
এমনি ভাবে, করায়ত্ত, কৃত্ত, দত্ত, দুর্বৃত্ত, নির্বৃত্ত, প্রদত্ত, প্রায়শ্চিত্ত, আয়ত্ত, স্বায়ত্ত প্রভৃতি|

সন্ধিজাত শব্দের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সংযোগের ফলে /-ত্ত/ গঠিত হয়:
উত্তরণ (উৎতরণ)
উত্ত্যক্ত (উৎত্যক্ত)
উত্তীর্ণ (উৎতীর্ণ)
মহত্তম (মহৎতম)

সংখ্যাবাচক শব্দে /-ত্ত/ হয়: সত্তর, আটাত্তর

৩.২ ত্ত্ব ও ত্ব এর নিয়ম

৩.১ এর অনুরূপে, যদি প্রত্যয়টি /-ত/ না হয়ে /-ত্ব/ হয়, তাহলে /-ত্ত্ব/ গঠিত হয়:
তত্ত্ব (তৎত্ব)
বৃহত্ত্ব (বৃহৎ+ত্ব)
সত্ত্ব (সৎত্ব)|

এদের দ্বারা আরো অনেক সাধিত শব্দ গঠিত হতে পারে:
তত্ত্বানুসন্ধান, তত্ত্বাবধায়ক, তাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক; সত্ত্বেও, আমসত্ত্ব, শুদ্ধসাত্ত্বিক, অন্ত:স্বত্ত্বা

মূল শব্দের শেষে /ত্, ৎ, দ্/ ছাড়া অন্য কোন বর্ণ থাকলে স্বভাবতই শুধু /-ত্ব/ গঠিত হবে।

অস্তিত্ব (অস্তি+ত্ব)
কর্তৃত্ব (কর্তৃ+ত্ব)
পক্ষপাতিত্ব (পক্ষপাতী+ত্ব)

দ্রষ্টব্য প্রত্যয়টি /-ত/ হবে না /-ত্ব/ হবে এটি সরাসরি বুঝতে কষ্ট হলে, শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করতে হবে।

/-ত্ব/ প্রত্যয়টি কোন মূল শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে মূল শব্দের সম্বন্ধ অর্থে বৈশিষ্ট্যমূলক বিশেষ্য তৈরি করে:
আমিত্ব (আমার বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত)
বৃহত্ব (বৃহৎ এর বৈশিষ্ট্য)
বৃহত্ত কোন শব্দ নয় কারণ বৃহৎ+ত সংযোগ হবে না, কিন্তু
বৃহত্তর শব্দ কারণ এটি বৃহৎ+তর, তাই এখানে ব-ফলাও নেই।

৩.৩ ত্ম এর নিয়ম

এটি বেশ সহজ নিয়ম। সংস্কৃত আত্মন্ থেকে গঠিত আত্ম শব্দটির সংযোগের ফলেই /-ত্ম/ গঠিত হয়:

একাত্ম (এক+আত্ম)
ধর্মাত্মা (ধর্ম+আত্মা)
প্রেতাত্মা (প্রেত+আত্মা)

৩.৪ ত্য এর নিয়ম

মূল শব্দের শেষ বর্ণে /ত/ থাকলে এবং তার সাথে ভাব অর্থে /-য/ (-ষ্ণ) প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্যপদ গঠন করলে শব্দের শেষে ত্য (ত+য) হয় এবং মূল শব্দের প্রথম বর্ণের **স্বরবৃদ্ধি** ঘটে:
অনুগত > আনুগত্য (অনুগত+য)
উদ্ধত > ঔদ্ধত্য (উদ্ধত+য)

মূল শব্দের সাথে /-য/ প্রত্যয়টি কিছু শব্দের ক্ষেত্রে পুত্র অর্থেও যুক্ত হতে পারে:
অদিতি > আদিত্য (অদিতির পুত্র)
দিতি > দৈত্য (দিতির পুত্র)

সন্ধিতে /-তি/ এর পর /অ/ থাকলে /-ত্য/ হয়:
গত্যন্তর (গতি+অন্তর)
জাত্যাভিমান (জাতি+অভিমান), বানানটি জাত্মাভিমান হবে না, কারণ /আত্ম/ ভাবটি নেই।

এছাড়া কিছু শব্দের শেষে এমনিতেই /-ত্য/ দেখা যায়:
অপত্য, অমাত্য, সত্য, ব্রাত্য, ভৃত্য

দ্রষ্টব্য /-ত্ব/ এবং /-ত্য/ দুটিই বিশেষ্য সৃষ্টি করে, তবে অর্থের দিক দিয়ে কিছু পার্থক্য রয়েছে:
লঘুত্ব (লঘু জিনিসের বৈশিষ্ট্য, লঘুর 'সম্বন্ধ' বৈশিষ্ট্য; কোন স্বরবৃদ্ধি ঘটেনি লঘু ত্ব)
পার্বত্য (পর্বত 'সম্পর্কীয়' বৈশিষ্ট্য; স্বরবৃদ্ধি ঘটেছে অ--আ)

প্রমিত বাংলা বানান রীতি (৪): অনুস্বার (ং) এবং উঁয়ো (ঙ)!

আধুনিক বাংলায় অনুস্বার এবং উঁয়ো-র উচ্চারণ এক রকম। কিছু কিছু বানানে এদের যেকোনো একটি গ্রহণযোগ্য হলেও, অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি আরেকটির বিকল্প নয়।

৪.১ সাধু ভাষার /ঙ্গ/ এর কোমল রূপ হিসেবে চলিত ভাষায় /ঙ/

আঙ্গিনা > আঙিনা
আঙ্গুর > আঙুর
গাঙ্গ > গাঙ
গোঙ্গানি > গোঙানি
ঠ্যাঙ্গারে > ঠ্যাঙারে
বাঙ্গালি > বাঙালি
ঢ্যাঙ্গা > ঢ্যাঙা
ল্যাঙ্গট > ল্যাঙট
স্যাঙ্গাৎ > স্যাঙাৎ

৪.২ অবিকল্প ঙ (যেখানে শুধুমাত্র ঙ প্রযোজ্য)

ক-বর্গের /ক খ গ ঘ/ এর সাথে নাসিক্য-ব্যঞ্জন (ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্) যুক্ত হওয়ার সময় নাসিক্য-ব্যঞ্জনটি শুধুমাত্র /ঙ/ হবে; /ঙ/ এর পরিবর্তে অনুস্বার ব্যবহার করা যাবে না।

/ঙ্ ঞ্ ণ্ ন্ ম্/ + /ক খ গ ঘ/ = ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ

ঙ্ + ক (ঙ্ক): অঙ্ক (অংক নয়), আতঙ্ক (আতংক নয়);
এমনিভাবে, অঙ্কুর, আশঙ্কা, কঙ্কর, কঙ্কাল, কেলেঙ্কারি, চিত্রাঙ্কন, পঙ্কিল, বঙ্কিম, শশাঙ্ক।

দ্রষ্টব্য পঙ্‌ক্তি বানানটি বেশ মজার।

ঙ্ + ক্ষ (ঙ্ক্ষ): আকাঙ্ক্ষা, হিতাকাঙ্ক্ষী
ঙ্ + খ (ঙ্খ): উচ্ছৃঙ্খল, পুঙ্খানুপুঙ্খ, শঙ্খ
ঙ্ + গ (ঙ্গ): অঙ্গ, অঙ্গার, অঙ্গীকার, অঙ্গীভূত, অঙ্গুরি, আনুষঙ্গিক, অন্তরঙ্গ, আঙ্গিক, ইঙ্গ-বঙ্গ, ইঙ্গিত, কুরঙ্গ, গাঙ্গেয়, জঙ্গম, পিঙ্গল, প্রাঙ্গন, ভঙ্গুর, ভৃঙ্গ, শৃঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ, স্ফুলিঙ্গ
ঙ্ + ঘ (ঙ্ঘ): উল্লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লঙ্ঘন

তবে সাধিত শব্দের পূর্বপদের শেষ বর্ণ কেবলমাত্র /ম্/ হলে এবং পরপদের প্রথম বর্ণ /ক খ গ ঘ/ হলে সন্ধির নিয়মে /ঙ/-র বিকল্পে অনুস্বার ব্যবহার করা যাবে।

ম্/ + /ক খ গ ঘ/ = ংক বা ঙ্ক, ংখ বা ঙ্খ, ংগ বা ঙ্গ, ংঘ বা ঙ্ঘ/

যেমন, অহম্ + কার = অহংকার/অহঙ্কার।

বানানে সরলতার জন্য এসব ক্ষেত্রে অনুস্বারই বর্তমানে বহুল প্রচলিত। নিচে আরো কিছু উদাহরণ দেখানো হল:

অলম্- অলংকার অলংক�ৃত
অহম্- অহংকার, অহংকারী
কিম্-কিংকর, কিংকিণী।

তবে কিংকর্তব্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বানানে কেবলমাত্র অনুস্বার হবে।

ঝম্- ঝংকার, ঝংকৃত
ভয়ম্- ভয়ংকর
শম্- শংকরী
সম্- বিপদসংকুল, সংকট, সংকর, সংকলক, সংকল্প, সংকীর্ণ, সংকীর্তন, সংকোচন, সংগতি, সংগীত, সংঘর্ষ
হুম্- হুংকার, হুহুংকার

দ্রষ্টব্য সংক্রান্ত, সংক্রান্তি, সংক্ষিপ্ত, সংক্ষুব্ধ, সংক্ষোভ, সংখ্যা, সংখ্যক, সংগঠন, সংগোপন, সংগ্রাম, সায়ংকাল, সায়ংকৃত ইত্যাদি বানানে কেবলমাত্র অনুস্বারই হবে।

৪.৩ অবিকল্প ং (যেখানে শুধুমাত্র অনুস্বার প্রযোজ্য)

৪.২-এ দেখছি /ম্/ + /ক খ গ ঘ/ = অনুস্বার বা ঙ উভয়ই প্রচলিত।

তবে এছাড়া

ম্/ + অন্তস্থ বর্ণ /য র ল ব/ বা উষ্ম বর্ণ /শ ষ স হ/ = অনুস্বার /

(সন্ধির নিয়মে এক্ষেত্রে অনুস্বারের কোন বিকল্প নেই)

কিম্- কিংবদন্তি, কিংবা, কিংশুক
সম্- সংবৎসর, সংবরণ, সংবর্ধনা, সংবলিত, সংবিৎ, সংবিধান, সংরক্ষণ, সংশপ্তক, সংশ্লেষণ, সংস্করণ, সংস্ক্রিয়া, সংহিতা, স্বয়ংবর

দ্রষ্টব্য সম্বন্ধ, সম্বল, সম্বোধন এগুলি এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় কারণ এখানে পরপদের /ব/ বর্গীয়-ব, অন্তস্থ-ব নয়।

৪.৪ সংস্কৃত থেকে আগত কিছু শব্দে মূলত অনুস্বার

অংশ, অংস, কাংস্য, জিঘাংসা, দংশন, দংষ্ট্রা, নপুংসক, নৃশংস, পাংশু, পুংলিঙ্গ, প্রাংশু, প্রিয়ংবদা, বৃংহণ, মীমাংসা, রিরংসা, শংসাপত্র, হিংসাত্মক

৪.৫ তদ্ভব ও দেশি শব্দে অনুস্বার

এসব ক্ষেত্রে /অং/ বা /ng/ উচ্চারণে সাধারণত অনুস্বার হয়:

আংটি, গাংচিল, চিচিংফাঁক, চিৎপটাং, চ্যাংদোলা, ঝপাং, ডাংগুলি, তিড়িংবিড়িং, ভড়ং, ভেংচানো, ল্যাংচানো, ল্যাংড়া

৪.৬ বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে /ng/ ধ্বনির উচ্চারণে বর্তমানে প্রায় সর্বত্র অবিকল্প অনুস্বার

যেমন, পূর্বে ব্যাঙ্ক বেশ প্রচলিত থাকলেও, এখন ব্যাংকই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আংটা, ইংলিশ, ওয়েটিংরুম, কংক্রিট, কিংখাব, ঠুংরি, ডায়ালিং, পিকেটিং, বিয়ারিং, শিলিং

দ্রষ্টব্য কঙ্গো, ক্যাঙ্গারু, চাঙ্গা, জঙ্গি, ডেঙ্গু, দঙ্গল, নাঙ্গা, লুঙ্গি, হাঙ্গামা প্রভৃতি ব্যতিক্রম।

--- মাভেরিক

http://prothom-aloblog.com/users/base/serendipity/96

http://www.somewhereinblog.net/blog/Maveriick/28901470

সচরাচর সমস্যা করে এমন শব্দের একটি সম্ভার!

অকস্মাৎ, অগ্ন্যাশয়, অগ্ন্যুৎপাত, অচিন্ত্য, অতিথি, অধ্যাত্ম, অনিন্দ্য, অনূর্ধ্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তর্জ্বালা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অপাঙ্‌ক্তেয়, অমর্ত্য, অলজ্ঘ্য, অশ্বত্থ

আকাঙ্ক্ষা, আনুষঙ্গিক, আর্দ্র, আত্মাহুতি, আহূত

উচ্চৈঃস্বরে, উচ্ছ্বাস, উচ্ছৃঙ্খল, উজ্জ্বল, উত্ত্যক্ত, উদ্ভিজ্জ, উপর্যুক্ত, উপলব্ধি, ঊর্ধ্ব

এতদ্দ্বারা, এতদ্ব্যতীত

ঔজ্জ্বল্য, ঔদ্ধত্য

কর্তৃ, কর্তৃত্ব, কর্ত্রী, কাঙ্ক্ষিত, কিম্ভূতকিমাকার, কৃচ্ছ্র, ক্বচিৎ, ক্রূর, ক্ষুব্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি

গার্হস্থ্য, গ্রীষ্ম, গোধূলি

ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান

জলোচ্ছ্বাস, জাজ্বল্যমান, জীবাশ্ম, জ্বর, জ্বলজ্বল, জ্বলা, জ্বালা, জ্বালানি, জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, জ্যোৎস্না, জ্যোতি, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক

টীকাটিপ্পনী

তৎক্ষণাৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, তদ্ব্যতীত, তাত্ত্বিক, তীক্ষ্ণ, ত্বক, ত্বরণ, ত্বরান্বিত, ত্বরিত, ত্যক্ত

দয়ার্দ্র, দারিদ্র্য, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্নিরীক্ষ্য, দূরীভূত, দূষণ, দৌরাত্ম্য, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়, দ্বিধা, দ্বেষ, দ্বৈত, দ্ব্যর্থ, দ্যূতক্রীড়া

ধ্বংস, ধ্বজাধারী, ধ্বনি, ধ্বন্যাত্মক
নঞর্থক, নিক্কণ, নিত্যনৈমিত্তিক, নির্ঝঞ্ঝাট, নির্দ্বন্দ্ব, নির্দ্বিধা, নৈর্ঋত, নৈর্ব্যক্তিক, ন্যস্ত, ন্যুব্জ, ন্যূন

পক্ব, পর্যুক্তি, পরাঙ্মুখ, পরিস্রাবণ, পার্শ্ব, পুঞ্জীকরণ, পূর্ণিমা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতীতি, প্রত্যুষ, প্রসূত,
প্রাতঃকৃত্য, প্রাতর্ভ্রমণ, প্রোজ্জ্বল, পৌনঃপুনিক, পৌরোহিত্য
বক্ষ্যমাণ, বন্দ্যোপাধ্যায়, বন্ধ্যা, বয়োজ্যেষ্ঠ, বহিরিন্দ্রিয়, বহুব্রীহি, বহ্বুৎসব, বাত্যাবিধ্বস্ত, বাল্মীকি, বিদ্বজ্জন,
বিদ্রূপ, বিভীষিকা, বিভূতিভূষণ, বৈচিত্র্য, বৈদগ্ধ্য, বৈশিষ্ট্য, ব্যক্ত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ব্যগ্র, ব্যঙ্গ, ব্যঞ্জনা, ব্যতিক্রম,
ব্যতিরেকে, ব্যতিব্যস্ত, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার,
ব্যয়, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যাপী, ব্যুৎপত্তি, ব্যূহ, ব্রাহ্মণ
ভূয়সী, ভৌগোলিক, ভ্রাতৃত্ব, ভ্রূকুটি
মতদ্বৈধ, মধুসূদন, মনস্তত্ত্ব, মন্বন্তর, মরীচিকা, মর্ত্য, মহত্ত্ব, মাহাত্ম্য, মুমুক্ষু, মুমূর্ষু, মুহুর্মুহু, মুহূর্ত, মোহ্যমান

যক্ষ্মা, যশস্বী, যাচ্ঞা, যাথার্থ্য, যূপকাষ্ঠ
রশ্মি, রৌদ্র
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী,

শস্য, শাশ্বত, শিরচ্ছেদ, শিষ্য, শূন্য, শ্বশুর, শ্বশ্রূ (শাশুড়ি), শ্বাপদ, শ্মশানব্যাপী, শ্মশ্রু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রীমতী,
শ্যেনদৃষ্টি, শ্লেষ্মা
ষাণ্মাসিক
সংবর্ধনা, সত্তা, সত্ত্বেও, সন্ধ্যা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সম্মেলন, সরস্বতী, সাত্ত্বিক, সান্ত্বনা, সিন্দূর, সূক্ষ্মদর্শী, সৌহার্দ্য,
সর্বাঙ্গীণ, স্তূপীকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত, স্বত্ব, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাতন্ত্র্য, স্বায়ত্তশাসন, স্বাস্থ্য, স্বৈরী, স্বৈরিণী, স্পৃহণীয়, স্মরণ

হিঁচড়ানো, হীনম্মন্যতা, হ্রস্ব, হ্রাস

টাইপ-সহায়তা
ক্ব (ক+ব): ক্বচিৎ; ক্ষ্ণ (ক+ষ+ণ): তীক্ষ্ণ; ক্ষ্ম (ক+ষ+ম): লক্ষ্মণ
গ্ধ্য (গ+ধ+য-ফলা): বৈদগ্ধ্য, গ্ন্য (গ+ন+য-ফলা): অগ্ন্যাশয়; গ্ন্যু (গ+ন+য-ফলা+উ-কার): অগ্ন্যুৎপাত
ঙ্ক্ষা (ঙ+ক+ষ): আকাঙ্ক্ষা; ঙ্গ (ঙ+গ): আনুষঙ্গিক; ঙ্ঘ্য (ঙ+ঘ+য-ফলা): অলঙ্ঘ্য
চ্ছ্ব (চ+ছ+ব): উচ্ছ্বাস; চ্ছ্র (চ+ছ+র-ফলা): কৃচ্ছ্র
জ্জ্ব (জ+জ+ব): উজ্জ্বল
ঞ্জ (ঞ+জ): ব্যঞ্জনা
ঞ্ঝ (ঞ+ঝ): নির্ঝঞ্ঝাট
ণ্ম (ণ+ম): ষাণ্মাসিক
ত্ত্ব (ত+ত+ব): অন্তঃসত্ত্বা; ত্থ (ত+থ): অশ্বত্থ; ত্ম (ত+ম): দৌরাত্ম্য
দ্দ্ব (দ+দ+ব): এতদ্দ্বারা; দ্ধ (দ+ধ): ঔদ্ধত্য; দ্ব (দ+ব): দ্বেষ
ন্দ্ব (ন+দ+ব): দ্বন্দ্ব; ন্ধ্য (ন+ধ+য-ফলা): বন্ধ্যা
ব্জ (ব+জ) ন্যুব্জ; ব্ধ (ব+ধ): উপলব্ধি

শ্ম (শ+ম): জীবাশ্ম

ষ্ক (ষ+ক): জ্যোতিষ্ক; ষ্ম (ষ+ম): গ্রীষ্ম

স্ম (স+ম): অকস্মাৎ

হ্ম (হ+ম): ব্রাহ্মণ

বিশেষভাবে লক্ষণীয়: ই/ঈ-কার, উ/ঊ-কার, য-ফলা, য-ফলা আকার, শব্দের শেষে য-ফলা, তিন বা চার বর্ণের সংযুক্তি, ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান।

--- মাভেরিক

http://www.somewhereinblog.net/blog/Maveriick/28914383

The Ugly Asian PDF Factory

http://theuglyasian.wordpress.com/2009/01/25/প্রমিত-বাংলা-বানান-রীতি/